বড় শহরে দিন-রাত হর্ন, নির্মাণকাজ, মাইক, জেনারেটরের শব্দে মানুষ অতিষ্ঠ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন –

- শব্দদূষণ শুধু শ্রবণশক্তি নয়, হৃদ্‌রোগ, স্ট্রোক, কিডনি সমস্যা ও মানসিক রোগও বাড়াচ্ছে।
- মেজাজ খিটখিটে হচ্ছে, সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা কমছে।
- মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে।
- শিশুদের পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (UNEP) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে –

- বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শব্দদূষণের শিকার ঢাকার মানুষ।
- ঢাকার বাণিজ্যিক এলাকায় গড়ে শব্দের মাত্রা ১১৯ ডেসিবেল।
- রাজশাহীতে ১০৩ ডেসিবেল, যা মানুষের সহ্যক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি।

অবিরত উচ্চ শব্দে কানের ভেতরের পর্দা ফেটে যায়, বা অন্তঃপর্দার কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ফলে মানুষ স্থায়ীভাবে বধির হয়ে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) -এর মতে, সাধারণত ৬০ ডেসিবেল শব্দ একজন মানুষকে সাময়িকভাবে এবং ১০০ ডেসিবেল শব্দ পুরোপুরিভাবে বধির করে ফেলে। পরিবেশ অধিদপ্তরের মতে অতি শব্দ মানুষের মানসিক এবং দৈহিক ক্ষতির কারণ।

পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে উচ্চ শব্দ মানুষের মস্তিষ্কে স্নায়বিক চাপ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ স্নায়ুর স্বাভাবিক সংযোগ ব্যাহত করে, কাজে মনোযোগ কমিয়ে দেয়, মেজাজ খিটখিটে করে, কর্মদক্ষতা কমিয়ে দেয়, পরিপাক ক্রিয়া ব্যাহত করে। পাকস্থলী ও পরিপাক তন্ত্রের পীড়া বা ব্যাধি সৃষ্টি করে। আলসার ও আন্ত্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। যারা নিয়মিত উচ্চ শব্দে স্টিরিও বা টেলিভিশন চালান, যারা সারাক্ষণ কানে মাইক্রোফোন লাগিয়ে উচ্চ স্বরে গান শোনে তাদের পেটের পীড়া ও কানের অসুখ দেখা দেয়, বিশেষ করে শ্রবণ শক্তি ধীরে ধীরে কমে যায়।

শব্দদূষণ: নীরব ঘাতক না সরব ঘাতক?

অনেকে এখন শব্দদূষণকে 'শব্দসন্ত্রাস' বলছেন। এটি নীরবে জনস্বাস্থ্যের অপূরণীয় ক্ষতি করছে। সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি শব্দই শব্দদূষণ, যা শিশু, বৃদ্ধ, অন্তঃসত্ত্বা নারী ও অসুস্থদের জন্য ভয়াবহ ঝুঁকি তৈরি করছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে –

- শব্দদূষণ শ্রবণশক্তি কমায় এবং ধীরে ধীরে বধিরতার দিকে ঠেলে দেয়।
- মানসিক উদ্‌বেগ, বিরক্তি, উচ্চ রক্তচাপ, ঘুমের ব্যাঘাত, স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও অবসাদ তৈরি করে।
- কানে ঝিঁঝি ধ্বনি, মাথাব্যথা, অস্বস্তি ও খিটখিটে মেজাজ সৃষ্টি হয়।
- হৃৎপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্থ হয়, মনোযোগ কমে যায়, স্মৃতিভ্রংশতা দেখা দেয়।
- পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যায়।

সহজভাবে বলা যায়, শব্দদূষণ আমাদের জীবনের জন্য এক ভয়াবহ সরব ঘাতক।

উচ্চমাত্রার শব্দের স্বাস্থ্যগত প্রভাব সম্পর্কে আরো তথ্য

শব্দের স্বাস্থ্যগত প্রভাব হলো নিয়মিত উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে আসার ফলে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব। বিশেষ করে যানবাহনের শব্দকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বায়ু দূষণের পরেই মানুষের জন্য সবচেয়ে খারাপ পরিবেশগত চাপের কারণ হিসেবে বিবেচনা করে। উচ্চ কর্মক্ষেত্র বা পরিবেশগত শব্দ শ্রবণশক্তি হ্রাস, টিনিটাস, উচ্চ রক্তচাপ, ইস্কেমিক হৃদ্‌রোগ, বিরক্তি এবং ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। রোগ প্রতিরোধ

ক্ষমতার পরিবর্তন এবং জন্মগত ত্রুটির জন্যও শব্দের সংস্পর্শ দায়ী।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য টিনেটাস (কানে শোঁ শোঁ শব্দ) সম্পর্কে সচেতনতা

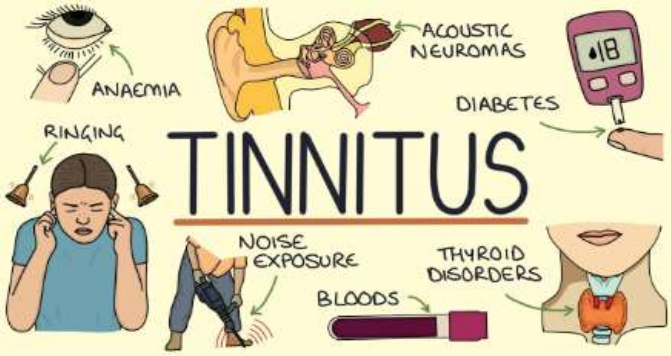

চিত্র ৪.২: Bing Videos

উচ্চ শব্দ, বিশেষ করে ৮৫ ডেসিবেল (dB)-এর বেশি শব্দ, আমাদের কানের ভেতরের সূক্ষ্ম লোমকোষকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এই লোমকোষগুলো শব্দ তরঙ্গকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করে মস্তিষ্কে পাঠায়। যখন এগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তখন মস্তিষ্কে ভুল সংকেত পৌঁছায় এবং আমরা কানে অস্বাভাবিক শব্দ – যেমন শোঁ শোঁ, ঝিঁ ঝিঁ বা ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে পাই। এ অবস্থাকে বলা হয় টিনেটাস। দীর্ঘ সময় উচ্চ শব্দে থাকা বা বারবার শব্দদূষণের শিকার হওয়া কেবল টিনেটাসই নয়, বরং স্থায়ী শ্রবণশক্তি হ্রাসেরও কারণ হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো কনসার্টে শব্দের মাত্রা ১২০ ডেসিবেল পর্যন্ত পৌঁছায়, যা নিরাপদ সীমার অনেক বেশি। তাই ৮৫ ডেসিবেলের বেশি শব্দযুক্ত পরিবেশে হিয়ারিং প্রোটেকশন ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি।

টিনেটাস হঠাৎ করেও শুরু হতে পারে, আবার ধীরে ধীরে কয়েক সপ্তাহ, মাস বা বছরের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ২৪% রোগীর ক্ষেত্রে এটি হঠাৎ শুরু হয়, ৫৫% রোগীর ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এবং বাকিরা নিশ্চিত নন। কখনও কখনও উচ্চ শব্দে কানের লোমকোষ সাময়িকভাবে বাঁকিয়ে যায়, যাকে বলা হয় থ্রেশহোল্ড শিফট। এর ফলে কয়েকদিনের জন্য শ্রবণশক্তি কমে যায় এবং আমরা অজান্তেই উচ্চস্বরে কথা বলতে শুরু করি।

টিনেটাস সাময়িক বা স্থায়ী – দুটোই হতে পারে। সাময়িক টিনেটাস সাধারণত কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সেরে যায়। তবে বারবার উচ্চ শব্দে থাকার কারণে এটি স্থায়ী হয়ে যেতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, টিনেটাস যত দীর্ঘ সময় ধরে থাকে, স্থায়ী হওয়ার ঝুঁকি তত বেশি। এক বছরের বেশি সময় ধরে থাকলে অনেক সময় এটিকে স্থায়ী ধরা হয়, যদিও কিছু ক্ষেত্রে পরে সেরে উঠার সম্ভাবনা থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গানবাজনা, লাউডস্পিকার বা সমাবেশে উচ্চ শব্দের ব্যবহার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করে। তাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষায় সাইলেন্ট জোন নিশ্চিত করা এবং শব্দ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বাড়ানো এখন সময়ের দাবি।

❖ ক্ষতিকারক নয় এমন শব্দ সীমা

বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদফতরের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬-এর গেজেটের নির্দেশনা অনুযায়ী রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার শব্দের মাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এই আইনে হাসপাতাল, ক্লিনিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পার্শ্ববর্তী ১০০ মিটার এলাকাকে নীরব এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। নগরীর ব্যস্ততম ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে মিশ্র এলাকা, আবাসিক ও বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য এলাকার জন্যও আইনে শব্দের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নীরব এলাকায় শব্দের মাত্রা দিনে ৪৫ ও রাতে ৩৫ ডেসিবেল, আবাসিক এলাকায় দিনে ৫০ ও রাতে ৪০ ডেসিবেল, মিশ্র এলাকায় দিনে ৬০ ও রাতে ৫০

ডেসিবেল, বাণিজ্যিক এলাকায় দিনে ৭০ ও রাতে ৬০ ডেসিবেল এবং শিল্প এলাকায় দিনে ৭৫ ও রাতে ৭০ ডেসিবেল।

ক্ষতিকারক নয় এমন শব্দ সীমা অঞ্চলভিত্তিক উল্লেখ করা হলো (চিত্র ৪.৩)। যখন শব্দ এই সীমা অতিক্রম করে তখনই শব্দ দূষণ ঘটে। সীমার বাইরের শব্দ দূষণ শ্রবণ-ক্ষমতা ধ্বংস/ক্ষতিসাধন করে।

অঞ্চল/ এলাকা	শব্দমাত্রা	
	দিন	রাত
নীরব/শান্ত এলাকা	৫০	৪০
আবাসিক এলাকা	৫৫	৪৫
মিশ্র এলাকা	৬০	৫০
বাণিজ্যিক এলাকা	৭০	৬০
শিল্প এলাকা	৭৫	৭০

অন্যদিকে পরিবেশ অধিদপ্তরের জরিপ অনুসারে বাংলাদেশের জন্য যথার্থ শব্দমাত্রা শান্ত এলাকায় দিবাভাগে ৪৫ ডিবি ও রাত্রিকালে ৩৫ ডিবি, আবাসিক এলাকায় দিবাভাগে ৫০ ডিবি ও রাত্রিকালে ৪০ ডিবি, মিশ্র এলাকায় (আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা) দিবাভাগে ৬০ ডিবি ও রাত্রিকালে ৫০ ডিবি, বাণিজ্যিক এলাকায় দিবাভাগে ৭০ ডিবি ও রাত্রিকালে ৬০ ডিবি এবং শিল্প এলাকায় দিবাভাগে ৭৫ ডিবি ও রাত্রিকালে ৭০ ডিবি।

চিত্র ৪.৩।

৫। শব্দদূষণে অতিষ্ঠ/নাকাল রাবি শিক্ষা পরিবার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) দেশের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ বিদ্যাপীঠ, যেখানে প্রায় ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্যাম্পাসে শব্দদূষণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, এই দূষণ তাদের পড়াশোনার পরিবেশকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করছে।

বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি অ্যাকাডেমিক ভবন ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের আশেপাশে যানবাহনের হর্ন, নির্মাণকাজের শব্দ, মিটিং-মিছিল, উৎসব ও কনসার্টের কারণে ক্লাসরুম ও লাইব্রেরিতে মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে।
https://dailymirrorofbangladesh.com/?p=64228 ২১-০১-২০২৫

চিত্র ৫.১

শব্দদূষণ: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নীরব ঘাতক

শব্দদূষণকে যথার্থই বলা যায় নীরব ঘাতক। এটি দৃশ্যমান নয়, কিন্তু মানুষের শরীর, মন ও শিক্ষাজীবনের ওপর রেখে যায় গভীর ক্ষত। বাংলাদেশে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট বিধিমালা রয়েছে– আবাসিক এলাকায় দিনে সর্বোচ্চ ৫৫ ডেসিবেল ও রাতে ৪৫ ডেসিবেল, বাণিজ্যিক এলাকায় দিনে ৭০ ও রাতে ৬০ ডেসিবেল সীমা নির্ধারিত। হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আদালতের আশপাশে ১০০ মিটার পর্যন্ত নীরব এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই সীমা প্রতিনিয়ত অতিক্রম করে শিক্ষার্থীদের জীবন, পড়াশোনা ও মানসিক শান্তি বিপর্যস্ত করছে।

ক্যাম্পাসে শব্দের উৎস

- যানবাহন: ঢাকা-রাজশাহী সড়ক ও প্রধান ফটক থেকে কাজলা, বিনোদপুর, স্টেশন ও চারুকলা ভবনের আশপাশে গাড়ি, বাস ও অটোরিকশার হর্ন, সাইরেন ও হাইড্রোলিক হর্ন শিক্ষার্থীদের শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্থ করছে।
- রাজনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: কলাভবন চত্বর, টিএসসি, চারুকলা চত্বর বা শহীদ মিনার এলাকায় মাইকের অতিরিক্ত ব্যবহার রাতে পড়াশোনা ও বিশ্রাম ব্যাহত করে। আবাসিক হলের আশপাশে সামাজিক অনুষ্ঠানে রাতভর লাউডস্পিকারের ব্যবহার, প্রধান ফটকের সামনে মাজারে উচ্চ মাত্রার শব্দ ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের ঘুম ও মনোযোগ নষ্ট করে।
- নির্মাণকাজ: নতুন ভবন নির্মাণে ভারী যন্ত্রপাতির শব্দ ক্লাস ও পরীক্ষার পরিবেশকে অস্বস্তিকর করে তোলে।
- গানবাজনা ও সমাবেশ: বিভাগীয় অনুষ্ঠান, প্রতিবাদ সমাবেশ বা সাংস্কৃতিক আসরে ঢোল, গান, মাইক ও লাউডস্পিকারের শব্দ প্রায়ই ১০০ ডেসিবেল পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উভয়ের জন্য ভয়াবহ।

শব্দমাত্রা ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ

- সাধারণ কথোপকথন হয় ৪০–৪৫ ডেসিবেল, অথচ ক্যাম্পাসে মাইকের শব্দ প্রায়ই ৯০–১১০ ডেসিবেল ছাড়িয়ে যায়।
- বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে ৮৫ ডেসিবেলের বেশি শব্দ দীর্ঘসময় শোনা কানের স্থায়ী ক্ষতি ঘটায়।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ১০০ ডেসিবেল শব্দে দীর্ঘসময় থাকলে স্থায়ী শ্রবণশক্তি হ্রাস ঘটে।
- চারুকলা থেকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পর্যন্ত এলাকায় অটোরিকশা, ভ্যান, সাইকেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস চলাচলের কারণে গড় শব্দমাত্রা প্রায়ই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে ওঠে।

শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন যন্ত্রণা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জীবনে শব্দদূষণ এখন বড় সমস্যা। মাইকের উচ্চ আওয়াজ, সাউন্ডবক্সের কর্কশ শব্দ, যানবাহনের হর্ন ও সাইরেনের বিকট ধ্বনি প্রতিদিনই তাদের কানে বাজে। এর ফলে পাঠদান ব্যাহত হয়, অনেক সময় ক্লাস বাতিল করতে হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ব্যক্তিগত কাজেও বিঘ্ন ঘটে। রাতভর অনুষ্ঠান ও গানবাজনার কারণে ঘুম নষ্ট হয়, মনোযোগ ভেঙে যায়, মাথাব্যথা ও মানসিক অস্থিরতা বাড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢোল, গান, মাইক বা লাউডস্পিকারের শব্দ যদি ১০০ ডেসিবেল পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে এর প্রভাব আরও ভয়াবহ। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রায়ই গানবাজনার অনুষ্ঠান, প্রতিবাদ সমাবেশ, বিভাগীয় সমাবেশে ঢোল, মাইক, লাউডস্পিকার ব্যবহার (১০০ ডেসিবেল পর্যন্ত ঢোল-গান-লাউডস্পিকারের শব্দ)– বিশেষত ক্লাস ও পরীক্ষার সময়ে- শিক্ষা পরিবেশ ও স্বাস্থ্য উভয়ের জন্যই গুরুতর ক্ষতিকর। বিশেষ করে হল-আবাসিক শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারী যারা ক্যাম্পাসে বসবাস করেন, তাদের জীবনে এর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কিছু প্রোগ্রাম বিকাল থেকে রাত ১০/১১টা পর্যন্ত চলে।

পড়াশোনা ও অ্যাকাডেমিক ব্যাঘাত

- লাইব্রেরি, বিজ্ঞান অনুষদ, শহীদ মিনার এলাকা ও আবাসিক হলগুলো শব্দদূষণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ।
- ক্লাসরুমে অতিরিক্ত শব্দে শিক্ষার্থীরা মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।

- লাইব্রেরি ও গবেষণাগারে নীরব পরিবেশ ভেঙে গেলে চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতা ব্যাহত হয়।
- পরীক্ষার সময় লাউডস্পিকার বা ঢোলের শব্দে উত্তর লেখায় মনোসংযোগ হারায়।
- শিক্ষকরা উচ্চস্বরে পড়াতে বাধ্য হন, ফলে কণ্ঠস্বর ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং পাঠদানের মান কমে যায়।

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যগত ক্ষতি

- দীর্ঘ সময় শব্দদূষণে থাকার ফলে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়, পড়া মনে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।
- মানসিক চাপ ও উদ্বেগ বাড়ে, যার ফলে অনিদ্রা, খিটখিটে মেজাজ ও হতাশা দেখা দেয়।
- উচ্চ শব্দে কানের পর্দা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, যা স্থায়ী শ্রবণ সমস্যায় রূপ নেয়।
- ঘুমের ঘাটতি থেকে শারীরিক দুর্বলতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

শিক্ষকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি

- নিয়মিত শব্দদূষণে হৃদ্‌যন্ত্রে চাপ সৃষ্টি হয়, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বাড়ে।
- বারবার উচ্চস্বরে পড়াতে গিয়ে কণ্ঠস্বর ভেঙে যায়, দীর্ঘমেয়াদে কণ্ঠনালিতে সমস্যা দেখা দেয়।
- মানসিক ক্লান্তি শিক্ষাদানের মান কমিয়ে দেয় এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস করে।
- রাতের বেলা শব্দে বিশ্রাম ব্যাহত হলে গবেষণা ও লেখালেখি ব্যাহত হয়।

বয়সী শিক্ষক ও কর্মচারীদের শ্রবণশক্তি হ্রাস

- বয়সজনিত কারণে অনেক শিক্ষক ও কর্মচারীর শ্রবণশক্তি আগেই দুর্বল থাকে।
- শব্দ দূষণ এই দুর্বলতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়, ফলে তারা ধীরে ধীরে আংশিক বা পূর্ণ বধিরতায় ভোগা শুরু করেন।
- শ্রবণশক্তি হ্রাসের কারণে তারা ক্লাস, অফিস মিটিং বা প্রশাসনিক কাজে কার্যকরভাবে অংশ নিতে পারেন না।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ঢোল, গান, মাইক ও লাউডস্পিকারের অতিরিক্ত ব্যবহার শুধু শিক্ষা পরিবেশ নষ্ট করে না, বরং শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের ঘুম, স্বাস্থ্য ও মানসিক স্থিতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। তাই ক্যাম্পাসে নীরবতা ও সাইলেন্ট জোন নিশ্চিত করা এখন অত্যন্ত জরুরি। নীরব পরিবেশই শিক্ষার প্রাণ, আর শব্দদূষণ সেই প্রাণকে প্রতিনিয়ত হত্যা করছে।

শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও অভিযোগ

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী আসিফ আহমেদ দিগন্ত জানায়, লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতে গেলে শব্দদূষণের কারণে মনোযোগ ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। তার মতে, গণতান্ত্রিক আন্দোলন অবশ্যই হতে পারে, কিন্তু তা যদি লাইব্রেরি-কেন্দ্রিক না হয়ে অন্যত্র হয়, তাহলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পরিবেশ রক্ষা পেত।

শহীদ হবিবুর রহমান হলের শিক্ষার্থী সিফাত অভিযোগ করে বলে, প্রশাসনের নির্দেশ উপেক্ষা করে কিছু বিভাগ ও ক্লাব শুক্রবার ও শনিবার উচ্চ শব্দে গান বাজিয়ে পিকনিক করে। অথচ রবিবার অনেক শিক্ষার্থীর পরীক্ষা থাকে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পড়াশোনার সময়েই এসব শব্দ তাদের মনোযোগ নষ্ট করে দেয়। ফলে পরীক্ষার আগে প্রস্তুতি নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

বিশেষজ্ঞদের মতামত

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শব্দদূষণ শুধু শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করছে না, বরং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। রাবি মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রধান মনোবিজ্ঞানী মুর্শিদা ফেরদৌস বিনতে হাবিব জানান, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শব্দের মাত্রা ৪৫ ডেসিবেল হওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবে তা অনেক বেশি। এতে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ বাড়ছে, মনোযোগ ভেঙে যাচ্ছে এবং সুস্থ পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

প্রশাসনের অবস্থান

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, গত কনসার্টের পর থেকে শব্দদূষণকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছি এবং শিক্ষার ক্ষতি করে এমন কোনো স্থানে কার্যক্রমের অনুমতি দেওয়া হয় না। তার মতে, শব্দদূষণের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এটি শিক্ষার্থীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তারা যখন এর শিকার হয় তখন ক্ষতিকর দিকগুলো উপলব্ধি করে, কিন্তু নিজেরা সৃষ্টি করলে তা বোঝাতে আমরা ব্যর্থ হই। তাই ভবিষ্যতে ক্যাম্পাসে বিশেষ করে হবিবুর ও ইবলিশের মাঠে পিকনিকের সময় সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করে নিয়ম ভঙ্গ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শব্দদূষণ: নীরব না সরব ঘাতক?

শব্দদূষণ কখনো ধীরে ধীরে ক্ষতি করে– এটি নীরব ঘাতক। আবার হঠাৎ উচ্চ শব্দে কানের পর্দা ফেটে যাওয়া বা হৃদ্‌যন্ত্রে আঘাতের (হৃদ্‌যন্ত্রে আঘাত: হঠাৎ উচ্চ শব্দে হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, যা হৃদ্‌রোগীদের জন্য প্রাণঘাতী হতে পারে) মতো তাৎক্ষণিক ক্ষতি ঘটায়– এটি সরব ঘাতক। তাই শব্দদূষণকে একই সঙ্গে নীরব ও সরব ঘাতক বলা যায়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশে শব্দদূষণ শুধু পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটায় না, বরং শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের মানসিক-শারীরিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। বিশেষ করে বয়সি শিক্ষক ও কর্মচারীদের শ্রবণশক্তি হ্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রমে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তাই এখনই প্রয়োজন কঠোর নিয়ন্ত্রণ, সচেতনতা এবং শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি। সুস্থ মন, সুস্থ দেহ আর শান্ত পরিবেশ ছাড়া শিক্ষার আলো কখনো পূর্ণতা পায় না।

৬। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ – আইনে নীরব এলাকা

শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এ হাসপাতাল, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত বা একই জাতীয় অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান এবং এর চারপাশের ১০০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা 'নীরব এলাকা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নীরব এলাকায় চলাচলকালে যানবাহনে কোনো প্রকার হর্ন বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অথচ আইন লঙ্ঘন করে এসব প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে চলছে ফিটনেসবিহীন সব গাড়ি আর সেই সাথে বাড়ছে শব্দদূষণের মাত্রা।

আইনে নীরব এলাকার ১০০ মিটারের মধ্যে হর্ন বাজানো, আবাসিক এলাকার ৫০০ মিটারের মধ্যে ইট বা পাথর ভাঙার যন্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। কোনো উৎসব, সামাজিক বা রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে মাইক, এমপ্লিফায়ার ব্যবহার করতে হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন। আইন ভঙ্গকারীর জন্য কারা ও অর্থ উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে।

রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য জনবহুল শহরে শব্দ দূষণের প্রধান কারণ, যানবাহনের জোরালো হর্ন, ইঞ্জিনের ও নির্মাণ কাজের শব্দ এবং ভবন ভাঙার শব্দ। আরো শব্দ দূষণ ঘটছে মূলত যানবাহনে ব্যবহৃত হাইড্রোলিক ভেঁপু অথবা মাইক্রোফোন অথবা শ্রুতি বাদন যন্ত্র (ক্যাসেট প্লেয়ার) দ্বারা। বাস-ট্রাক এবং স্কুটারে ব্যবহৃত